OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 151 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 151 - 156
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ : নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে

মধুসূদন সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID : madhusudankmg@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Education, Cooperative system, Sriniketan, Agriculture, Cottage industry, Culture, rural Development, Zamindari.

Abstract

Rabindranath Tagore, one of the foremost short story writers in Bengali literature, highlighted various aspects of economic development in rural Bengal in his stories. He vividly portrays the challenges of rural life, social injustice, and the need for development, while reflecting his deep focus on human psychology and social progress. In his stories, Tagore underscored the vital role of education in empowering rural communities, seeing it as a path to personal and social liberation, and aimed to foster self-reliance through the effective use of local resources and skills. Tagore believed that national development hinged on the progress of villages, addressing issues like casteism, exploitation, ill health, illiteracy, and poverty. He devoted his life to rural development, advocating for cooperative movements and the use of local resources. His efforts included modernizing agriculture with better seeds and irrigation, promoting sustainable practices, and raising awareness about health and sanitation. Tagore's ideas for improving village life are reflected in many of his stories and initiatives, including the establishment of health centres and economic organizations for farmers.

We will try to explore the various aspects of Rabindranath Tagore's vision for rural development in our main discussion.

Discussion

বাঙালির জীবন ও মননের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ নিবিড়। তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির দিকে আজও বিস্ময়ে তাকাতে হয়। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রবীন্দ্রনাথ স্ব-মহিমায় বিরাজমান। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চার সমান্তরাল ভাবে পল্লীবাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত ছিলেন। বৃহত্তর পল্লীবাংলা নিয়ে ভারতবর্ষের দারিদ্ররূপ তাঁকে মর্মাহত করেছিল। এসব ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লীবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের বহুমুখী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লীবাংলার কথা বলতে গিয়ে ‘সম্ভাষণ’ শীর্ষক রচনায় জানিয়েছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 151 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লী গ্রামের সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মা নদীর তীরে বাস করছিলাম তখন গ্রামের লোকেদের অভাব অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয় একটা বেদনা জেগেছিল। এইসব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। ...আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লী জননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকেদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা সেই অসহায়ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ-দুঃখ ও বেদনার কথা একে একে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয়ই করেই বলতে পারি তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেনি।"[১]

গ্রাম জীবনের সংস্পর্শে এসে জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছিলেন। জমিদারের তত্ত্বাবধান ও পরিকল্পনা করতে বাংলা গ্রামীণ মানুষের প্রত্যক্ষভাবে চরম দারিদ্রজনিত যাতনা, লাঞ্ছনা, অসহায়তা, সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথকে চিন্তিত করেছিল। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে কর্তব্য পালনের ভার বহনে উদ্বুদ্ধ ও প্রবৃত্ত করেছিল। ঠাকুরবাড়ির জমিদারির পরিধি ছিল অনেক বড়, পরবর্তীকালে সে জমিদারির পরিধি অনেকটা কমে আসে তাঁর। জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রধান কর্মস্থল ছিল শিলাইদহ, পতিসর এবং বীরভূমের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে আর পাঁচজন জমিদারের মত কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সফলতা ও বৃত্ত সম্পদের বিকাশের উদ্দেশ্যে দ্বারা চালিত হতে পারেননি। মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের চিন্তায় তিনি মগ্ন ছিলেন এর পেছনে অবশ্যই ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ, সময়, সমসাময়িক বাংলার সমাজ পটভূমিও বিশেষভাবে তাঁর কর্মযজ্ঞকে প্রভাবিত করেছে। দেশের মানুষের আত্মশক্তির জাগরণের দ্বারা আদর্শ মানব বিশ্ব তথা দেশ গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য ছিল।

১৯০৮ সালে অনুষ্ঠিত পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ কার্যবিধি সম্পর্কে নিজের মতামতের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে দেশের মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার উপর জোর দেন। দেশীয় নেতারা যাতে এক একটি পল্লীর দায়িত্ব নিয়ে সেখানে স্বরাজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকেন সে বিষয়ে কথা বলেন। গ্রাম বাংলার মানুষ দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা, জাতপাত দেশে সেখানে স্থাপনের অস্পৃশ্যতার আঁধারে তখন নিজেদের আত্মশক্তিকে তিল তিল করে ক্ষয় করে চলছিল। এই মানুষগুলির আত্মজাগরণ ছাড়া দেশ গঠন সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের মতো এতো বিশাল দেশে সমগ্রভাবে কোন পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব ছিল না, তাই তিনি তাঁর জমিদারি গ্রামে শিলাইদহ, পতিসর কিংবা শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়নের যাবতীয় পরিকল্পনা পরীক্ষামূলক ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সে সময় এ দেশের কোনো রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যম তাঁর পল্লী উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী ফল সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করতে পারেনি।

দুটি পর্বে পল্লী সংগঠক রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভাজন করে নিতে পারি –

১. শিলাইদহ-পতিসর।
২. শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতন পর্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৯ সাল থেকে প্রায় স্থায়ীভাবে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। ড. ক্ষুদিরাম দাস জানিয়েছেন —

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 151 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "১৯৯০-এর পর থেকে ব্যক্তি ও কবি রবীন্দ্রনাথের নতুন জীবন... গ্রামীণ কৃষক জীবনের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের প্রারম্ভ।"[২]

তৎকালীন সময়ে জমিদার, মহাজন ও রাষ্ট্রশক্তির শোষণ বাংলার হাজার হাজার কৃষক মৃতপ্রায়, গ্রামের পর গ্রাম দিগন্ত বিস্তৃত উষর ভূমি অসহায় মানুষগুলি কোনোমতে নিজেদের পেটের ক্ষুধা নিরাময়ের চেষ্টায় কাতর, ম্যালেরিয়া, কলেরা গ্রামে গ্রামে মোরগ, পানীয় জলের অভাব কুসংস্কার গ্রামগুলি যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। সেই মৃতপ্রায় পল্লী বাংলার উন্নয়নে তিনি যে সমস্ত কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উল্লেখ করা যায় হল -

১. কৃষির উন্নতির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার- মান্ধাত্তার আমলে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আসেন।
২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ।
৩. কৃষি গবেষণাগার স্থাপন।
৪. কৃষি সচেতনতা বৃদ্ধি।
৫. উন্নত বীজের ব্যবহার।
৬. ফলের চাষ।
৭. কৃষি ব্যাংক স্থাপন।
৮. বিদ্যালয়ের স্থাপন।
৯. সংস্কৃতি চেতনার বিকাশ।
১০. স্বাস্থ্য শিক্ষা।
১১. দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন।
১২. স্বাস্থ্য শিক্ষা।
১৩. দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন।
১৪. মন্ডলী প্রথার প্রবর্তন।
১৫. পাঠাগার নির্মাণে।
১৬. যৌথ চাষ বা সমন্বয় কৃষি ভাবনা।
১৭. কুঠির শিল্পের বিকাশ।
১৮. সমবায় ব্যাংক স্থাপন।
১৯. কৃষি খামার।
২০. মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ।
২১. বিভিন্ন ধরনের শিল্প মেলার আয়োজন।
২২. যাত্রা, গান, অভিনয় ও পল্লী সাহিত্য চর্চার সংরক্ষণ, ইত্যাদি নানা কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে পল্লী উন্নয়নের প্রসঙ্গ :

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্বে রচিত গল্পগুলিতে পল্লী অর্থনীতির প্রসঙ্গ রয়েছে। আমরা নির্বাচিত গল্পের আলোকে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দিকের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, শিক্ষা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বর্ণনা আছে। গল্পের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 151 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ‘‘আমাদের পোস্টমাস্টার কলকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয় এই গন্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাহার আপিস... একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুটির গোমস্তা যেসকল কর্মচারী আছে তাদের ফুরসৎ প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।’’[৩]

এই কারণেই পল্লীর উন্নয়নের জন্য আগাছা ও পথঘাট পরিষ্কার করে পল্লীর পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পে যে পানা পুকুরের কথা আছে তা ছিল তৎকালীন সময়ে ম্যালেরিয়ার উৎস স্থল। পোস্টমাস্টারকেও মশা তাড়াতেও দেখা গেছে। ম্যালেরিয়া দূরীকরণে রবীন্দ্রনাথ নানা রকম স্বাস্থ্য সচেতনতা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতে দারিদ্র-পীড়িত গ্রামের ভগ্নপ্রায় কুঠিরের প্রসঙ্গ আছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য এতে উঠে আসে। পল্লী বাংলার এই করুণ দশার মূল কারণ হল গ্রাম বাংলার প্রতি শাসকের উপেক্ষা। তিনি ‘উপেক্ষিতা পল্লী’ প্রবন্ধের মধ্যে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

আবার আমরা ‘তারাপ্রসন্নের কীর্তি’ (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে পল্লী ও শহরের অর্থনীতির পার্থক্য লক্ষ্য করি। নিজের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তারাপ্রসন্নকে ছুটতে হয় শহরে। কারণ গ্রামে সে সুযোগ ছিল না। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের রূপ যে কতটা ভয়াবহ ছিল তার পরিচয় আমরা তারাপ্রসন্নের স্ত্রীর আচরণে লক্ষ্য করি।

স্বামীর কলকাতা যাবার সময় নানারকম মাদুলি ও দিব্যি দেওয়া হত। অশিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও যে দুর্বল ছিল তা উঠে আসে স্ত্রীর সন্তান প্রসবের ঘটনায়। গ্রামের ধাইকে দিয়ে সন্তান প্রসবের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাকে অনেক ধার দেনা করে শহরের থেকে ধাই আনতে হয় কিন্তু সময়ের অভাবে তার সন্তানকে বাঁচানো গেলেও বাঁচানো যায়নি স্ত্রীকে। শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ শিশু মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় জমিদারদের প্রজাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার থেকে সাড়া দিয়ে অনেক জমিদার সে দায়িত্ব পালনও করেছিলেন। জমিদারের এই প্রজা কল্যাণের বিষয়টি আমরা ‘সমস্যাপূরণ’ গল্পে পাই জমিদার কৃষ্ণ গোপাল ও পুত্র বিপিনবিহারী জমিদারির ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন।

‘হালদার গোষ্ঠী’ (১৩২১ বঙ্গাব্দ) গল্পে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনীতি কীভাবে মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল তার টুকরো ছবি এঁকেছেন। জমিদারের বিশেষ সহযোগিতা যে প্রজাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটা নিয়ন্ত্রক হতে পারে তা আমরা এ গল্পে দেখতে পাই।

পল্লীর দারিদ্র মানুষের চিকিৎসকের নিতান্ত অপ্রতুলতার কারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার ছবি আছে ‘দৃষ্টিদান’ (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) গল্পে। তিনি দেখিয়েছেন শাসকের শোষণ কীভাবে পল্লীর মানুষের জীবনে দুর্বিষহ করে তোলে। আইন বা প্রশাসনের সাহায্য গ্রহণ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হতো না। এ গল্পে ডাক্তারবাবুর কথায় উঠে আসে-

> ‘‘আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার। পুলিশের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি যমরাজের সাথে আমার যে আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুর নিকট তাহা হইতে কিছু কম ছিল না।’’[৪]

গল্পে দেখা যায় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার তার বিধবা কন্যাকে হারালেও শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়ে বেনামিতে পুলিশের কাছে পত্র লেখে। পুলিশ তার বিধবা মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে টালবাহানা করতে শুরু করে। নিরুপায় হরিনাথ এই পুলিশের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ডাক্তারকে নিয়ে ধরে কিন্তু সুযোগসন্ধানী ডাক্তার ও পুলিশ তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। সাধারণ মানুষের কাছে এই জুলুম পল্লীর অর্থনীতিকে দুর্বল করেছিল। পল্লীর এই দলাদলি দূরীকরণে তিনি মন্ডলী প্রথার চালু করেছিলেন পরবর্তীতে।

‘পণরক্ষা’ (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে রবীন্দ্রনাথ পল্লী-অর্থনীতির এক বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁত শিল্পই একদিন আমাদের দেশের পল্লীগুলির অর্থনৈতিক পরিপুষ্টির কারণ হয়ে উঠেছিল। সেদিন পল্লীর সম্পন্ন তাঁতিরা

নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও সাধারণের জন্য তাদের দানসত্রকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। ফলে পল্লীর মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান থাকলেও তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের জালটুকু নিবিড় ছিল। সেই নিবিড় জালটুকু ছিঁড়তে শুরু করে বিদেশের লোহার কলে তৈরি বস্তুসামগ্রী এদেশে আমদানী হবার ফলে পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থাটি যখন ভেঙে পড়ে। তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে যে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হয়, তা পল্লীর মানুষের সহজ সম্পর্কের জালটিকে ছিঁড়ে দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তার ইঙ্গিত দিয়ে এ গল্পে বলেছেন –

> "তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল। তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না-ঠুকাক্ ঠুকঠাক করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে-কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনঃপুত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।"[৫]

বয়কট আন্দোলন সেদিনের গ্রামীণ অর্থনীতির উপর সাময়িক কালের জন্য হলেও প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু সে প্রভাবের দিকটি ইতিবাচক কী নেতিবাচক তার স্পষ্ট দিকনির্দেশ আছে এ গল্পে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারা প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর- বাহনের মতো সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিন রাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল।"[৬]

কিন্তু যে বয়কট আন্দোলন মূলত ছিল শহরকেন্দ্রিক, শহরে কিন্তু বয়কটের বিকল্প কোন দেশীয় সামগ্রী পাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। তাই কলকাতার কলেজের ছাত্ররা তাদের স্বদেশী দোকান চালানোর জন্য পল্লীর মধ্য থেকে যেভাবে তাঁতের সামগ্রী সংগ্রহ করতো তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে। বংশীর ছেলে রসিকের সঙ্গে কলকাতার কলেজে পড়া সুবোধ নামের যে ছেলেটির পরিচয় হয় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই- সমস্তদিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।"[৭]

কিন্তু এই পথ যে দেশোন্নয়নের প্রকৃত পথ নয়, তা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। কেননা পল্লীর বস্ত্রের উপর যে প্রবল চাহিদার সৃষ্টি হয় তার ফলে পল্লীর বস্ত্রসঙ্কট দেখা দেয়। ফলে আন্দোলন গ্রাম-শহর জুড়ে সার্বিক রূপ না নেবার ফলে, বিশেষত মানুষ আপন ক্ষতি স্বীকার করে বেশি দামের দেশি তাঁতের কাপড় কিনতে না।

'অতিথি' (১৩০২ বঙ্গাব্দ) গল্পে রবীন্দ্রনাথ তারাপদর বন্ধন অসহিষ্ণু স্বভাবের পরিচয় দান প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, পূর্বে আমাদের দেশের নিরানন্দ পল্লীগুলির আনন্দের আধার ছিল গ্রাম্য মেলাগুলি। এই মেলাগুলি পল্লীর নিস্তেজ জীবনে প্রাণের সজীবতা বয়ে আনতো। এ গল্পে তার বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন-

> "জৈষ্ঠ্যমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারি মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা পাঁচালি কবি নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী-উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 151 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিমন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিশিয়া মেলার পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশত এই জিমন্যাস্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল।”[৮]

রবীন্দ্রনাথের এ বর্ণনা তাঁর অভিজ্ঞতারই ফসল। শিলাইদহ-পতিসর পর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পল্লীর নিরানন্দ মানুষের জীবনে আনন্দের সঞ্চারের জন্য একাধিক মেলার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কলকাতা থেকে জিমন্যাস্টিকের দল, যাত্রার দল নিয়ে এসে পল্লীর মধ্যে আনন্দের বাতাবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত জমিদারদের একাংশ পল্লীর হিতার্থে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। এ গল্পে তারই প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং সামাজিক সাম্যের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগগুলো ছিল সমবায়, স্ব-নির্ভরতা এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে, যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রেরণার উৎস। রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ভারতের গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

Reference:

১. সম্ভাষণ, পল্লী প্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, https://tagoreweb.in/Essays/palli-prakriti-164/sombhason-2507
২. দাশ, ক্ষুদিরাম, সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ. ১৫৬
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘গল্পগুচ্ছ’, পুনশ্চ প্রকাশনী, ২০১২ (সর্বশেষ সংস্করণ), কলকাতা, সর্বশেষ সংস্করণ, পৃ. ২৮
৪. তদেব, পৃ. ৩৭৬
৫. তদেব, পৃ. ৫৬৫
৬. তদেব, পৃ. ৫৬৭
৭. তদেব, পৃ. ৫৬৯
৮. তদেব, পৃ. ৩০৮